বাঙ্গালা ভাষা - স্বামী বিবেকানন্দ

১) বাঙ্গালা ভাষা প্রবন্ধটি কার লেখা?
উঃ স্বামী বিবেকানন্দ।

২) প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উঃ উদ্বোধন পত্রিকা।

৩) স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নাম কি?
উঃ নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪) প্রবন্ধে ভারতের কোন কোন মহামানবের নাম আছে?
উঃ গৌতম বুদ্ধ, চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইত্যাদি।

৫) মহামানবের কোন ভাষায় উপদেশ দান করেছিলেন?
উঃ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়।

৬) সংস্কৃত ভাষার গড়নকে স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের গড়ন বলেছেন?
উঃ গদাই লস্করি চাল।

৭) মান্য বাংলা ভাষা হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ কোন অঞ্চলের ভাষাকে মান্যতা দিতে বলেছেন?
উঃ কলকাতার।

৮) স্বামী বিবেকানন্দ কেন এই ভাষারীতির প্রতি মনোযোগ দিতে বলেছেন?
উঃ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাই সাধারণ মানুষের সবচেয়ে উপযোগী।

৯) সেই সময় ভারতীয় বিদ্বান মানুষদের বিদ্যাচর্চার ভাষা কি ছিল?
উঃ সংস্কৃত ভাষা।

১০) স্বামী বিবেকানন্দের প্রবন্ধ অনুযায়ী প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে বিদ্বান মানুষের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ কি?
উঃ সংস্কৃত ভাষা।

১১) গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক সাধারণ মানুষের ভাষা কি ছিল?
উঃ প্রাকৃত ও পালি ভাষা।

১২) স্বামী বিবেকানন্দের মতে আমাদের দেশে বহু মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে কেন?
উঃ লোককল্যাণের জন্য।

১৩) স্বামী বিবেকানন্দ সাধু গদ্য বাংলাকে মান্যতা দিতে চাননি কেন?
উঃ এই ভাষারীতি সাধারণ মানুষের উপযোগী নয়।

১৪) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষাকে স্বামী বিবেকানন্দ কেন মান্যতা দিতে চেয়েছেন?
উঃ এই ভাষা সহজবোধ্য।

১৫) জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় তিনি কোন ভাষার ব্যবহার কামনা করেছেন?
উঃ সাধারণ মানুষের উপযোগী বাংলা ভাষা।

১৬) চৈতন্যদেব কোন ভাষার ব্যবহার করতেন?
উঃ বাংলা ভাষা।

১৭) প্রবন্ধ অনুযায়ী ভাবের বাহক কি?
উঃ ভাষা।

১৮) মীমাংসা ভাষ্য কে রচনা করেন?
উঃ শবর স্বামী।

১৯) প্রবন্ধে উল্লেখিত ব্রাহ্মণ কি?
উঃ বেদের ভাষ্য।

২০) আচার্য আদি শঙ্করের মতবাদ কি নামে পরিচিত?
উঃ অদ্বৈতবাদ।

২১) মহাভাষ্য কে রচনা করেন?
উঃ পতঞ্জলি।

২২) বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য কে রচনা করেছিলেন?
উঃ আদি শঙ্করাচার্য।

২৩) ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের রচয়িতা কে?
উঃ ভরত।

২৪) সংস্কৃত ব্যাকরণকারের নাম লেখ?
উঃ পাণিনি।

২৫) পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্যকার কে ছিলেন?
উঃ পতঞ্জলি।